কাঠের আলমারী হতে উদ্ধারকৃত মৃতদেহের খুনের রহস্য উদঘাটনঃ গ্রেফতার ৪

গত ০১/০৯/২০১৪ খ্রি. ওয়ারী থানা পুলিশ ৯/২, ভগবতি ব্যানার্জি রোডে কাঠের আলমারী হতে এক অজ্ঞাতানামা ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করে যে, অজ্ঞাতনামা খুনিরা শ্বাসরোধ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের মাধ্যমে হত্যা করে মৃতদেহ কাঠের আলমারীতে ভরে রাস্তার উপর ফেলে যায়।

 উক্ত ঘটনায় ০১/০৯/২০১৪ খ্রি. ওয়ারী থানার এসআই আঃ খালেক বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে। ওয়ারী থানা পুলিশ রহস্য উদঘাটনের লক্ষ্যে তদন্ত শুরু করে। ০৪/০৯/২০১৪ খ্রি. রাতে মোঃ শাহজাহান ওয়ারী থানায় এসে ভিকটিমের ছবি দেখে তার ছোট ভাই মোঃ মান্টু ওরফে বান্টু (৩৫) এর মৃতদেহ বলে সনাক্ত করে । সে আরও জানায় যে , তার ভাই মোঃ মান্টু আমের ব্যবসা করত এবং ঢাকায় কিছু আমের ব্যবসায়ীকে আম সরবরাহ করত। মোঃ শাহজাহান পুলিশকে অবহিত করে যে, তার ভাই গত ৩০/০৮/২০১৪ খ্রি. রাতে উত্তর যাত্রাবাড়ী ফরিদ নামক এক ফল ব্যবসায়ীর বাসায় ছিল বলে তাদেরকে মোবাইলে জানিয়েছিল। ওই দিন মধ্য রাতের পরে মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তাকে আর পাওয়া যায়নি। তিনি জানান যে, তাদের বাড়ি চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার তেলকুপি গ্রামে।

 ওয়ারী থানা পুলিশ ১১১/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী ফরিদের ভাড়া বাসায় অভিযান পরিচালনা করে। ফরিদ, হত্যাকান্ডের পরপরই সপরিবারে মালামালসহ বাসা ছেড়ে চলে যায়। পুলিশ ফরিদের স্ত্রী শাহিনুর হাসান পান্না (৩১) কে যাত্রাবাড়ী এলাকা হতে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে পান্না জানায় যে , গত ৩০/০৮/২০১৪ খ্রি. রাতে আমের পাওনা টাকা পরিশোধ না করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে মান্টুকে তারা হত্যা করে। তার স্বামী হিমেল হাসান ফরিদ মোঃ মান্টুকে আমের টাকা পরিশোধ করার কথা বলে ৩০/০৮/২০১৪ খ্রি. তাদের বাসায় ডেকে আনে। পরিকল্পনা মোতাবেক ফরিদ ও তার বন্ধু ব্যবসায়িক অংশীদার মোঃ মাসুদ খন্দকার ওরফে জনি, মোঃ ইমরান হোসেন ওরফে রাজা, রহমান ও শাহিন হাসান পান্না একত্রে মোঃ মান্টুকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত ও শ্বাসরোধে হত্যা করে।

 মোঃ মান্টুর মৃতদেহ গোপন করার উদ্দেশ্যে তারেক আহমেদ এর মাধ্যমে ভ্যান ভাড়া করে। ওই বাসার কাঠের আলমারীর মধ্যে মৃতদেহ কৌশলে ঢুকিয়ে গত ৩১/০৮/২০১৪ খ্রি. রাতে সবাই মিলে আলমারী সমেত মৃতদেহ ভগবতি ব্যানার্জি রোডে ফেলে যায়।

 আসামি মোঃ মাসুদ খন্দকার ওরফে জনি (২৮), মোঃ ইমরান হোসেন ওরফে রাজা (৩০) ও মোঃ তারেক আহমেদ (২৮) দেরকে গত ০৮/০৯/২০১৪ খ্রি. ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে ওয়ারী থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। আসামি ফরিদ ও রহমান বর্তমানে পলাতক আছে। তাদেরকে গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।